তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৯

স্থানীয় সরকারের সকল স্তরে আধুনিকায়নের কাজ চলছে

--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, শুধু বড় বড় সিটি কর্পোরেশন নয় বরং স্থানীয় সরকারের সকল স্তরেই আধুনিকায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ জনগণকে সম্ভাব্য সকল সেবাই যাতে ইউনিয়ন বা উপজেলা থেকে দেয়া যায় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

আজ রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অভ্ বাংলাদেশের কাউন্সিল হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটি আয়োজিত ‘স্মার্ট সিটি ইনিশিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আমার গ্রাম-আমার শহর’ কর্মসূচি সামনে রেখে প্রতিটি গ্রামকে কমিউনিটিভিত্তিক তৈরি করা হবে। যেখানে পরিকল্পিতভাবে আবাসিক এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুয়্যারেজ সিস্টেম, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকবে। সে আলোকে কাজ চলছে।

মন্ত্রী বলেন, বিগত ১০ বছরে আমাদের আয় এবং ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে কয়েকগুণ, স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে আনুপাতিক হারে বেড়েছে বর্জ্য উৎপাদন। এত অধিক বজ্য সনাতন পদ্ধতিতে সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত দূরুহ হয়ে পড়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আমাদের অবশ্যই আধুনিক ও স্মার্ট হতে হবে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো: হোসেন মনসুরের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ডিএনসিসি) এর মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য সচিব ইঞ্জিনিয়ার মোঃ আবদুস সবুর, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ হাবিবুর রহমান, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুনাজ আহমেদ নূর-সহ দেশের প্রখ্যাত প্রকৌশলী ও নগর পরিকল্পনাবিদগণ।

#

হাসান/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৮

সরকারের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছে

--- মৎস্য প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু বলেছেন, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি সুন্দর ও উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে টেকসই উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। বর্তমান সরকারের সময়ে সেই উন্নয়ন অগ্রযাত্রা আবার দুর্বার গতিতে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে চলেছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকার আলাউদ্দিন রোডে আনুষঙ্গিক সুবিধা-সহ বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের বহুতল ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সভাপতি মোঃ মনজুর কাদেরের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, প্রায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক সুযোগসুবিধা সংবলিত এ ভবনটি নির্মিত হচ্ছে।

#

কামরুল/ফারহানা/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৭

সামাজিক বনায়নে তরুণদের এগিয়ে আসার আহ্বান যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীর

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল পরিবেশ সংরক্ষণে সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করে তরুণ সমাজকে বনায়ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে আহ্বান জানিয়েছেন।

আজ রাজধানীর জনতা টাওয়ারের সম্মেলন কক্ষে ইয়ুথ অপরচুনিটিজ আয়োজিত বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এ আহ্বান জানান।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশের বনভূমির পরিমাণ বেড়ে ১৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলা করতে হচ্ছে।

পরিবেশ রক্ষার এখনই সঠিক সময় উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ইতিমধ্যে প্রায় ১ লাখ ৯৬ হাজার হেক্টর চরাঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে উপকূলীয় বন সৃজন করা হয়েছে। তিনি তরুণদের জন্য ইয়ুথ অপরচুনিটিজ এর বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতা আয়োজনের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি সংস্থাসমূহকে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এগিয়ে আসতে হবে।

এ সময় প্রতিমন্ত্রী বৃক্ষরোপণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী তরুণদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে প্রতিমন্ত্রী ইয়ুথ অপরচুনিটিজ এর BOT Messanger ÔPandaÕ এর উদ্বোধন করেন।

#

আরিফ/ফারহানা/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২০৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৬

মসজিদ ভাঙা হবে না, ‘এডজাস্ট’ করা হবে

--- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, শীতলক্ষ্যা ও ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমিতে অননুমোদিতভাবে গড়ে ওঠা কোনো মসজিদ ভাঙা হবে না, সেগুলো ‘এডজাস্ট’ করা হবে। ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ভাউন্ডেশন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে বৈঠক করে মসজিদগুলোর এডজাস্টের লক্ষ্যে সাব-কমিটি গঠন করা হবে।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহ্মুদ চৌধুরী আজ ঢাকায় মতিঝিলস্থ বিআইডব্লিউটিএ ভবনে ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমিতে অননুমোতিভাবে গড়ে উঠা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানান্তরের বিষয়ে আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, শুধু ঢাকার নয়, সমগ্র বাংলাদেশের নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে। নদীগুলোকে রক্ষা করতে না পারলে বাংলাদেশকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়বে। নদী তীর রক্ষা, দখল ও দূষণরোধে অপসারণ কার্যক্রমের সময় সরকার ধর্মীয় পবিত্র জায়গাগুলো না ভেঙে তা স্থানান্তর করবে। বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব-সহ মুফতি, মাওলানা সাহেবদের সাথে এসব বিষয়ে এর আগে বৈঠক হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, কোথায় মসজিদ নির্মাণ করা যাবে, আর কোথায় করা যাবে না। মুফতি মাওলানা সাহেবদের পরামর্শ নেয়া হবে।

তিনি আরো বলেন, পরিবেশ দূষণমুক্ত করে নদীগুলোকে সুন্দর করতে হবে। আগামী ১০-১২ বছরের মধ্যে বুড়িগঙ্গার পানিকে স্বচ্ছ করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে সীমানা পিলার, তীররক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটি-সহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

উল্লেখ্য, ঢাকা, টঙ্গী ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু ও ধলেশ্বরী নদীর তীরভূমিতে (বৃত্তাকার নৌপথ অংশে) অননুমোতিভাবে ১১৩টি ধর্মীয়/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে । এগুলোর মধ্যে ৭৭টি মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও মাজার; পাঁচটি কবরস্থান ও মৃত ব্যক্তির গোসলখানা; একটি ঈদগাহ; ১৪টি স্কুল ও কলেজ; ১৩টি স্নানঘাট, মন্দির ও শ্মশানঘাট এবং তিনটি অন্যান্য স্থাপনা।

অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন সচিব মোঃ আবদুস সামাদ, বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ হাফেজ আবদুর রাজ্জাক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। অন্যান্যের মধ্যে বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর এম মাহবুব উল ইসলাম, নৌপুলিশের ডিআইজি আতিকুল ইসলাম, আতাউল্লাহ হাফেজ, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসক উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৫

স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে এডিবি’র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

দেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সাথে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি)-এর একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আজ সচিবালয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের উপস্থিতিতে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা, এডিবি’র পক্ষে এডিবি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর মনমোহন পারকাশ এবং পিপিপি’র পক্ষে প্ল্যানিং অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এর মহাপরিচালক মোঃ আবুল বাশার।

সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পূর্বে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব মোঃ আসাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ বিষয়ে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, ‘চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হলে এ থেকে দেশের স্বাস্থ্যখাত উপকৃত হবে। এই স্মারকের যথার্থ বাস্তবায়নে দেশের ডায়ালাইসিস ও ডায়াগনস্টিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে ঢাকার ৪টি হাসপাতালের ডায়ালাইসিস ও ডায়াগনস্টিক সার্ভিস নিয়ে কাজ করে একটি টিম অ্যানালিসিস রিপোর্ট জমা দিলে সেই রিপোর্টের প্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয় থেকে পরবর্তী উদ্যোগ হাতে নেয়া হবে’।

এই চুক্তির ফলে সরকারের কী কী সুবিধা হতে পারে সে প্রসঙ্গে সচিব আরো জানান, ‘প্রাথমিকভাবে ৪টি হাসপাতাল থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের ওপর কাজ করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে। সেক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগ, কমিউনিটি ক্লিনিক, কমিউনিকেটিভ বা নন-কমিউনিকেটিভ ডিজিস, কিডনি, ডায়ালাইসিস সার্ভিসের ওপরে জোর দিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে’।

উল্লেখ্য, ঢাকার যে ৪টি হাসপাতাল থেকে এই ডায়ালাইসিস ও ডায়াগনস্টিক সার্ভিস সেবা শুরু হবে সেগুলো হচ্ছে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল এবং স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল।

#

মাইদুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৪

**প্রতিভা অন্বেষণের ধারা অব্যাহত রাখা হবে**

**-- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

সাভার,২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসর**æ**ল হামিদ বলেছেন, প্রতিভা অন্বেষণের ধারা অব্যাহত রাখা হবে। প্রতিভাবানদের লালন করতে বাংলাদেশ এনার্জি এন্ড পাওয়ার রিসার্চ কাউন্সিল (ইপিআরসি) গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ইন্টার্নশিপ দেয়া হচ্ছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ সাভারে শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটে পাওয়ার সেল ও গ্রিন ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেডের সহযোগিতায় ‘ইয়ং বাংলা’ কর্তৃক নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহারে উদ্ভাবনী আইডিয়া খোঁজার প্রতিযোগিতা  ‘বিচ্ছুরণ’ এর গ্রান্ড ফিনালে-তে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নবায়নযোগ্য জ্বালানির মূল্য একটু বেশি হলেও পরিবেশবান্ধব হওয়ায় দিনে দিনে উন্নত বিশ্বে জনপ্রিয় হচ্ছে। গবেষণার মাধ্যমে আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে এটি সহজলভ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে।

নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উদ্ভাবনী আইডিয়া খোঁজার প্রতিযোগিতা ‘বিচ্ছুরণ’ শুরু হয় গত ২১ অক্টোবর। বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা শেষে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়-সহ সারা দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সাতশ’র বেশি উদ্ভাবনী আইডিয়া জমা পড়ে। পরে একাধিক ধাপে বাছাই শেষে শীর্ষ ১০টি উদ্ভাবনী আইডিয়াকে নির্বাচন করা হয়। শীর্ষ ১০টি উদ্যোক্তা দলের প্রত্যেককে ৫ লাখ টাকা করে সম্মানী প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসাইন ও গ্রিন ডেল্টা লাইফ ইন্সুরেন্স লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ফারজানা চৌধুরী বক্তব্য রাখেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/সেলিম/২০১৯/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭৩

দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন যেন বাধাগ্রস্ত না হয়

--- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

ময়মনসিংহ, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে নিজেকে একটি সম্মানজনক জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে। দুর্নীতির কারণে উন্নয়নের এই অব্যাহত গতিধারা ব্যাহত হতে পারে। তাই দুর্নীতির কারণে উন্নয়ন যেন বাধাগ্রস্ত না হয় সে বিষয়ে সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

আজ ময়মনসিংহে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ছাত্রজীবনে সময়ের অপচয় করলে ভবিষ্যৎ জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই সময়ে পড়ালেখার প্রতি অবহেলা দেখালে ভবিষ্যতে লক্ষ্যচ্যুত ও বিপদগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই নিজের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে ছাত্রজীবনে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এ সময় প্রতিমন্ত্রী নিজেদেরকে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলে দেশ ও জনগণের কল্যাণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় কাজ করতে শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ কে এম আব্দুর রফিকের সভাপতিত্বে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার খোন্দকার মোস্তাফিজুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোঃ মিজানুর রহমান, ময়মনসিংহ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ইউসুফ খান পাঠান এবং ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট মোঃ জহিরুল হক খোকা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে ময়মনসিংহ মুক্ত দিবস উপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও জেলা প্রশাসন আয়োজিত মুক্তিযোদ্ধা জনতার বিজয় র‌্যালিতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আধুনিক ফ্রন্টডেস্ক ও ই-সেবা কেন্দ্র এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়নের জন্য তৈরিকৃত E-monitoring and performance evaluation system এর উদ্বোধন করেন। এরপর তিনি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন।

#

শিবলী/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭২

জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠল ইউনেক্স

সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

আজ রাজধানীর তাজউদ্দীন আহমেদ ইনডোর স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের আয়োজনে জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় আয়োজন ইউনেক্স সানরাইজ বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা ২০১৯ এর উদ্বোধন ঘোষণা ও লোগো উন্মোচন করা হলো। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সভাপতি ও তথ্য সচিব আবদুল মালেক।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রীড়াঙ্গন এগিয়ে যাচ্ছে। তাঁর সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতায় নেপালে অনুষ্ঠিতব্য এস এ গেমসে বাংলাদেশ ইতিহাসের সর্বাধিক সংখ্যক পদক অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ১৯টি স্বর্ণ-সহ মোট ১৩২টি পদক অর্জন করেছে। গেমসের শেষ দিন আজও কয়েকটি পুরস্কার আসবে বলে আশা করি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, আগামী বছর আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন করব। আর এ মাহেন্দ্রক্ষণকে স্মরণীয় করে রাখতে এ আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টটিকে জাতির পিতার নামে উৎসর্গ করছি। এছাড়াও আগামী বছর আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে তথ্য সচিব আবদুল মালেক বলেন, এ টুর্নামেন্টে আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া-সহ মোট ১৯টি দেশের ১৬৮ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছে। এটি দেশের ব্যাডমিন্টনের ইতিহাসে সব থেকে বড় আয়োজন। আশা করি, ভবিষ্যতেও এ ধরনের আয়োজনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

অনুষ্ঠানে আকাশ ডিটিএইচ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফয়সাল হায়দার এবং ব্যাডমিন্টন ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক আমির হোসাইন বাহার উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিযোগিতাটি আজ থেকে শুরু হয়ে আগামী ১৫ ডিসেম্বর শেষ হবে।

#

আরিফ/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭১

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস’ এর কর্মসূচি

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে আগামী ৫ বছরে ১০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থান হবে

--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতমিন্ত্রী জুনাইদ আহমদে পলক বলছেনে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা দলের নির্বাচনি ইশতেহারে ২০০৮ সালে ১২ ডিসেম্বর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের ঘোষণা দেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে মন্ত্রিসভা বৈঠকে ১২ ডিসেম্বরকে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস’ হিসেবে পালনের অনুমোদন দেয়। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সাল থেকে প্রতিবছর ১২ ডিসেম্বর পালন করা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস।

প্রতিমন্ত্রী আজ আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) মিলনায়তনে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯’ উদ্্যাপন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির ঘোষণা দিতে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা বলেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ বি এম আরশাদ হোসেন এবং বাংলাদেশ কল সেন্টার এসোসিয়েশনের সভাপতি ওয়াহিদ শরিফ-সহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পলক বলেন, ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ ঘোষণার পর দেশে বিগত ১১ বছরে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে ১০ লক্ষাধিক তরুণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আইটি খাতের সম্প্রসারণের জন্য আগামী ৫ বছরে দেশে আরো ১০ লক্ষাধিক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।

‘সত্য-মিথ্যা যাচাই আগে, ইন্টারনেটে শেয়ার পরে’- প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মতো আগামী ১২ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার যথাযথ মর্যাদায় জেলা-উপজেলা-সহ দেশব্যাপী ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস-২০১৯ উদ্যাপিত হবে। দিবসটি উপলক্ষে ঐদিন সকাল ৭টায় ধানমন্ডিস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে দিবসটির কার্যক্রম শুরু হবে। এদিন সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকাল ৯টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা হতে বর্ণাঢ্য র‌্যালি বের করা হবে। র‌্যালিটি খামারবাড়ী হয়ে আবার দক্ষিণ প্লাজায় গিয়ে শেষ হবে। স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী র‌্যালিপূর্ব সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

বেলা ৩টায় বসুন্ধরাস্থ ইউনাইটেড ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে মনোমুগ্ধকর কনসার্ট অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে জুনাইদ আহমেদ পলক এবং ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি একেএম রহমতুল্লাহ উপস্থিত থাকবেন।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশের সকল জেলা, উপজেলায় র‌্যালি, ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ভর সেমিনার, আলোচনা সভা, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমার দেখা ডিজিটাল বাংলাদেশের ওপর প্রেজেন্টেশন তৈরি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। দেশের বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসের মাধ্যমে দিবসটি যথাযথ উদ্যাপিত হবে।

#

শহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৭০

বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ

যোগ দিতে ভারত গেছেন শিল্পমন্ত্রী

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠেয় বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ (Bengal Business Conclave) এ অংশ নিতে ভারত গেছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন। আজ সকালে তিনি কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ, শিল্প, বাণিজ্য ও এমএসএমই বিষয়ক মন্ত্রী ড. অমিত মিত্রের আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় অতিথি হিসেবে তিনি এ অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় ১১ ও ১২ ডিসেম্বর এ ব্যবসায়িক সভা অনুষ্ঠিত হবে। দু’দিন ব্যাপী এ সভায় দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, উচ্চ পর্যায়ের কর্পোরেট ব্যক্তিত্ব, ঊর্ধ্বতন কূটনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, শিল্প উদ্যোক্তা, প্রযুক্তিবিদ-সহ সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। এছাড়া, বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের আওতাভুক্ত দেশগুলো থেকেও ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তা সংগঠনের প্রতিনিধিরা এতে অংশগ্রহণ করবেন।

শিল্পমন্ত্রী আগামীকাল বেঙ্গল বিজনেস সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। এছাড়া তিনি সভায় অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধির সাথে অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবসায়িক সংলাপে মিলিত হবেন।

এসব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের ফলে পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের সাথে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ও বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার হবে। পাশাপাশি ভারতে বাংলাদেশি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি এবং উদীয়মান শিল্পখাতে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

শিল্পমন্ত্রীর ১৩ ডিসেম্বর দেশে ফেরার কথা রয়েছে।

#

জলিল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৯

**দেশের উন্নয়ন চাইলে ভ্যাট দিয়ে সহযোগিতা করুন**

**- পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী**

যশোর,২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

সাধারণ জনগণকে ভ্যাট প্রদানে উৎসাহ প্রদান করে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য বলেন, দেশের উন্নয়ন চাইলে ভ্যাট দিয়ে সরকারকে সহযোগিতা করুন।

আজ যশোরের শেখ হাসিনা সফটওয়ার টেকনোলজি পার্কে ‘মূল্য সংযোজন কর বিষয়ক’ সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী একথা বলেন। জাতীয় ভ্যাট দিবস উপলক্ষে যশোর ভ্যাট কমিশনারেট এ সেমিনারের আয়োজন করে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে দেশ উন্নয়নের ধারায় চলছে। জনগণকে বুঝাতে হবে, ট্যাক্সের টাকায় দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। জনগণের টাকায় যদি জনগণের উন্নয়ন হয় তবে জনগণ কর দিতে উৎসাহ পাবে। দেশের মানুষ যদি সচেতন হয়ে নিয়মিত ভ্যাট প্রদান করে তাহলে ২০৪১ সাল নয়, এর আগে বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।

তিনি বলেন, আয়কর ও ভ্যাট দপ্তরগুলোকে আধুনিকায়ন করা জরুরি। অটোমেশনের মাধ্যমে যদি ভ্যাট আদায় করা হয় তবে ভ্যাট আদায় বৃদ্ধি পাবে। কারণ অটোমেশন পূর্নাঙ্গভাবে করতে পারলে ভ্যাট ও ট্যাক্সের সঠিক হিসাব পাওয়া যাবে।

অনুষ্ঠানে যশোর ভ্যাট কমিশনারেটের অধীন ২১ প্রতিষ্ঠানকে জেলা পর্যায়ের সর্বোচ্চ করদাতার সম্মাননা প্রদান করা হয়। যশোর কাস্টম এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনার মোহম্মদ জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ এবং যশোরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শফিউল আরিফ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

আহসান/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৮

**প্রশিক্ষণের প্রভাব নিরীক্ষণ করতে হবে**

**-** এলজিআরডি মন্ত্রী

**ঢাকা,** ২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মো. তাজুল ইসলাম বলেছেন, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি) বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কাh©ক্রম পরিচালনা করে স্থানীয় সরকার সংশ্লিষ্টব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। এনআইএলজিতে অনুষ্ঠিত এ প্রশিক্ষণসমূহের প্রভাব নিরীক্ষণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণের পাশাপাশি গবেষণায় গুরুত্ব দিতে হবে।

আজ সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে এনআইএলজি এর পরিচালনা বোর্ডের ৫২তম সভায় সভাপতির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দিন আহমদ, এনআইএলজি’র মহাপরিচালক ও পরিচালনা বোর্ডের সদস্য-সচিব তপন কুমার কর্মকারসহ পরিচালনা বোর্ডের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় জানানো হয় রাজস্ব সঠিকভাবে নিরুপণ ও আদায়ের লক্ষ্যে সকল পৌরসভার কর আদায়কারী ও নিরুপণকারীগণের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কাh©ক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং ক্রসকাটিং বিষয়-সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, নারী ও শিশু অধিকার, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, এসডিজি বিষয় এনআইএলজির নিয়মিত প্রশিক্ষণ কারিকুলামে সংযোজন করা হয়েছে।

#

মাহমুদুল/পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১৬০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৭

**জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় তহবিল বৃদ্ধির আহ্বান ডেপুটি স্পিকারের**

ঢাকা, ২৫ অগ্রহায়ণ (১০ ডিসেম্বর) :

ডেপুটি স্পিকার মো. ফজলে রাব্বী মিয়া বলেছেন, পরিবেশের অবক্ষয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে যা সমাজের জন্য উচ্চ ব্যয় আরোপ করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশগত টেকসই একটি মৌলিক বিষয়।

আজ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে অনুষ্ঠেয় ‘Climate Change and International Collective Action’ শীর্ষক পরিবেশ ও বিকাশ বিষয়ক ১৯ তম এশিয়া প্যাসিফিক সংসদ সদস্যদের সম্মেলনে বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধিদলনেতার বক্তৃতায় তিনি একথা বলেন।

ডেপুটি স্পিকার বলেন, ২০১৫ সালে জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলনে উন্নত দেশসমূহ ২০২০ সালের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত পদক্ষেপের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সহায়তা হিসাবে যৌথভাবে প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তায় সম্মত হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তহবিল বৃদ্ধি না করলে কয়েক মিলিয়ন মানুষের জীবন ও জীবিকা ঝুঁকির মধ্যে থাকবে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এসময় তিনি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় আরো বেশি অন্তর্জাতিক তহবিল বৃদ্ধির আহ্বান জানান।

গ্লোবাল জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে বাংলাদেশকে বিশ্বের ষষ্ঠ জলবায়ু বিপর্যয়ের দেশ উল্লেখ করে ডেপুটি স্পিকার বলেন, অনেক চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে অন্যতম দীর্ঘমেয়াদী হুমকি যা বাংলাদেশের অর্থনীতি, জীবিকা, খাদ্য সুরক্ষা, পরিবেশ এবং সামাজিক পরিকল্পনার সমস্ত দিককে প্রভাবিত করতে পারে। প্রতিবছর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের ফলে বাংলাদেশ জিডিপির ২-৩ শতাংশ হারানোর ঝুঁকি নিয়ে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রায় ৩০ মিলিয়ন মানুষ শরণার্থী হতে পারে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাস্তববাদী ও দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতিসংঘ কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘চ্যাম্পিয়ন অভ দ্য আর্থ’ সম্মানে ভূষিত হয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, শেখ হাসিনা প্রমাণ করেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তনে বিনিয়োগ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জনে সহায়ক।

উপকূলীয় অঞ্চলগুলো বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো জলবায়ু সম্পর্কিত বিপর্যয়ের অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যেও বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাফল্য অর্জন করেছে।

ডেপুটি বলেন, সংসদ সদস্যরা জলবায়ু চ্যালেঞ্জগুলি কাটিয়ে ওঠার মাধ্যমে আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করতে নেতৃত্ব নিতে পারেন। টেকসই উন্নয়ন কেবল তখনই বাস্তবে পরিণত হতে পারে যখন জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুতন্ত্র স্বাস্থ্যকর এবং স্থিতিস্থাপক হয়। এসময় তিনি কার্যকর পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল এবং স্যানিটেশন নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। জলবায়ু দ্বারা পরিচালিত অভিবাসীদের চ্যালেঞ্জকে যথাযথভাবে সমাধান না করা গেলে টেকসই বিকাশের লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

ফজলে রাব্বী আরো বলেন, এশিয়া প্যাসিফিক দেশগুলো বিভিন্ন দূষণের মুখোমুখি হচ্ছে বিশেষত বর্জ্য অব্যবস্থাপনা, বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, জনসংখ্যার আধিক্য, অপরিকল্পিত নগরায়ন ও ব্যাপক শিল্পায়নের কারণে। এসময় বিভিন্ন দূষণের প্রভাব হ্রাস করতে এবং জাতিসমূহের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি) অর্জনে পারস্পরিক আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন ডেপুটি স্পিকার।

#

স্বপন/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/শামীম/২০১৯/১৫৫১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৬

**একনেকে ৯ হাজার ২৪১ কোটি টাকার ৭ টি প্রকল্প অনুমোদন**

**ঢাকা,** ২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ৯ হাজার ২৪১ কোটি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৭টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এর মধ্যে সরকারি অর্থায়ন ৪ হাজার ৩১৫ কোটি ১ লাখ টাকা এবং প্রকল্প ঋণ ৪ হাজার ৯২৬ কোটি ২৪ লাখ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ‘পাকিস্তানের ইসলামাবাদে বাংলাদেশ চ্যান্সারি কমপ্লেক্স নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগের ৪টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘কক্সবাজার জেলার রামু-ফতেখাঁরকুল-মরিচ্যা জাতীয় মহাসড়ক (এন-১০৯ এবং ১১৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; ‘ঢাকার কেরাণীগঞ্জ থেকে মুন্সিগঞ্জের হাসাড়া পর্যন্ত জেলা মহাসড়ক (জেড-৮২০৩) যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; ‘ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া-পাকশী-দাশুরিয়া জাতীয় মহাসড়ক (এন-৭০৪) এর কুষ্টিয়া শহরাংশ ৪-লেনে উন্নীতকরণসহ অবশিষ্টাংশ যথাযথ মানে উন্নীতকরণ’ প্রকল্প এবং ‘নাগেশ্বরী-কাশিপুর-ফুলবাড়ী-কুলাঘাট-লালমনিরহাট জেলা মহাসড়ক উন্নয়ন’ প্রকল্প; শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ‘ঢাকা, মাদারীপুর ও রংপুর জেলার ৩টি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন’ প্রকল্প এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের ‘হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প।

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এম মান্নান; কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম; শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি; স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক; বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৫

**আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতিসংঘ ঘোষিত ‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব ও মানুষের অপরিকল্পিত ব্যবহারের কারণে বিশ্বব্যাপী পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অতিবৃষ্টি, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা অন্যদিকে বৃক্ষনিধনের মাধ্যমে বন উজাড়; দুইয়ের প্রভাবে পার্বত্য এলাকায় প্রকৃতির ভারসাম্য বিনষ্ট হচ্ছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশ্বব্যাপী তরুণ সমাজকে পার্বত্য অঞ্চলগুলোর পরিবেশ রক্ষায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া একান্ত জরুরি। তরুণরা সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। আগামীতে তারাই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। এ প্রেক্ষিতে এবারের আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Mountains Matter for Youth’ অত্যন্ত যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পার্বত্য এলাকা বাংলাদেশের এক অনন্য বৈশিষ্টমন্ডিত অঞ্চল। বৈচিত্রময় ভূ-প্রকৃতি, নৈসর্গিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পার্বত্য অধিবাসীদের বর্ণিল কৃষ্টি-ঐতিহ্যসমৃদ্ধ এ অঞ্চল কেবল বাঙালিদের নয়, বিশ্ববাসীকেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। প্রকৃতির সাথে বসবাস করে পার্বত্য এলাকার জনগণ যেমন জীববৈচিত্র্যকে সংরক্ষণ করছে তেমনি তারা পরিবেশ রক্ষায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস পালনের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং পার্বত্য মানুষের উন্নত ভবিষ্যৎ গঠনের মৌলিক উপাদানসমূহ নিশ্চিত হবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচি সফল হোক - এ কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/পরীক্ষিৎ/সুবর্ণা/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৪

**আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা,** ২**৫ অগ্রহায়ণ (১০** ডিসেম্বর**) :**

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পর্বত দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ১১ ডিসেম্বর ২০১৯ ‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'Mountains Matter for Youth' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

পৃথিবীর প্রায় ২২ শতাংশই পার্বত্য অঞ্চল। এ অঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় এক দশমাংশ মানুষের বাস এবং ৬০ থেকে ৮০ শতাংশ মিঠা পানির উৎস। পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময়। পর্বতমালা, নদ-নদী, বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণি এ অঞ্চলকে করেছে বৈচিত্র্যপূর্ণ। বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন অপরিহার্য।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সর্বপ্রথম আধুনিকতার ছোঁয়া বিবর্জিত পার্বত্য জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসেন। তাঁদের জীবনযাপনের মানোন্নয়নে গ্রহণ করেন নানামুখী কর্মসূচি। আঞ্চলিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের সম-সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা নেন। এ লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহে পাহাড়ি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট আসন সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী শান্তি ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে আমরা ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর শান্তি চুক্তি করেছি। এই চুক্তি এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। আমরা পার্বত্যবাসীর জীবনমান উন্নয়নে বনায়ন, জীব-বৈচিত্র্যের উন্নত ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। এ অঞ্চলের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, অবকাঠামো, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ সকল খাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমাদের সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে আজ পার্বত্য অঞ্চলের মানুষ কোন পিছিয়ে পড়া জনপদ নয়। দেশের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় এ এলাকার জনগণ সমঅংশীদার।

আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

আমি ‘আন্তর্জাতিক পর্বত দিবস-২০১৯’উপলক্ষে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/পরীক্ষিৎ*/সুবর্ণা/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৬৬৩

**জাতিসংঘে জেনোসাইড কনভেনশনের ৭১তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, **১০** ডিসেম্বর **:**

গতকাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ‘গণহত্যা প্রতিরোধ ও এই অপরাধের শাস্তি প্রদান, গণহত্যার শিকার মানুষদের মর্যাদা ও স্মরণ এবং এই অপরাধ প্রতিরোধের আন্তর্জাতিক দিবস’ বিষয়ক কনভেনশনের ৭১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়।

অনুষ্ঠানে দিবসটি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাণীর অংশবিশেষ উদ্বৃত করে জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা বলেন, ‘পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে চলমান বা ভবিষ্য যে কোনো জেনোসাইড এর প্রতিরোধ ও মোকাবিলার ক্ষেত্রে সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রতি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে আজ তা নবায়নের দিন’।

বাংলাদেশের ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সংঘটিত গণহত্যার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, এটি ছিল মানব ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যার একটি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় গণহত্যার আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে এটি সঠিকভাবে উপস্থাপিত হয়নি এবং জাতিসংঘেও এখন পর্যন্ত স্বীকৃত হয়নি। তিনি আরো বলেন, জাতি হিসেবে আমরা ২৫ মার্চ ‘গণহত্যা দিবস’ পালন করি। এই দিনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন তাঁদের স্মরণসহ গণহত্যার শিকার বিশ্বের সকল মানুষদের আমরা স্মরণ করি।

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সংঘটিত ভয়াবহ নৃশংসতার কথা এসময় রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন।

এদিকে একই দিন জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ‘সকলের দ্বারা এবং সকলের জন্য’ শিরোনামে জাতিসংঘের কেন্দ্রীয় জরুরি সাড়াদান তহবিল (সিইআরএফ) আয়োজিত এক প্লেজিং ইভেন্টে যোগ দেন রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। অনুষ্ঠানে তিনি জানান, বাংলাদেশ সিইআরএফ এর অন্যতম সহায়তা গ্রহণকারী এবং পাশাপাশি একটি দাতাদেশ। কক্সবাজারের রোহিঙ্গা ক্যাম্পসমূহে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা তহবিল প্রদানের জন্য সিইআরএফ-কে ধন্যবাদ জানান তিনি।

#

পরীক্ষিৎ/জসীম/আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা